ফতোয়া মামলাঃ আপিল বিভাগ থেকে প্রদত্ত পূর্ণ রায়ের সার-সংক্ষেপ
সিভিল আপিল নং ৫৯৩-৫৯৪/২০০১

[হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০ এর প্রেক্ষিতে ১ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ হতে উত্থীত]

বাংলাদেশ সুপ্রিমকোট
আপিল বিভাগ

মোহাম্মদ তায়েব — **আপিলকারী**
(সিভিল আপিল নং ৫৯৩/২০০১)

মৌলানা আবুল কালাম আযাদ — **আপিলকারী**
(সিভিল আপিল নং ৫৯৪/২০০১)

-বনাম-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পক্ষে
সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য — **প্রতিপক্ষ**
(উভয় আপিলে)

ঘটনা সংক্ষেপ

২ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় ফতোয়াবাজী ও হিল্লা বিয়ে সংক্রান্ত নিম্নরূপ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ঃ

হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে "ক" তাঁর স্ত্রী "খ" কে মৌখিকভাবে তালাক প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা যথারীতি স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসাথে বসবাস করতে থাকেন। তারা উভয়েই নওগাঁ জেলার অধিবাসী। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি "ম" বিষয়টি জেনে এ মর্মে ফতোয়া প্রদান করেন যে "তালাক" উচ্চারনের সঙ্গে সঙ্গে "ক" এবং "খ" এর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, ঐ দম্পতিকে পুনরায় স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করতে হলে স্ত্রী "খ" এর তৃতীয় কোন পুরুষ ব্যক্তির সাথে অন্তর্বর্তীকালীন "হিল্লা বিবাহ[১]" হতে হবে। উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির ফতোয়া অনুযায়ী স্ত্রী "খ" কে তাঁর চাচাত ভাই "গ" এর সাথে "হিল্লা বিবাহ" বন্ধনে বাধ্য করেন।

বিষয়টি অবগত হয়ে বিচারপতি গোলাম রব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ রিট এখতিয়ার ও সহজাত ক্ষমতাবলে পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশের দিন-ই স্যুয়োমোটো রুল জারী করেন এবং নওগাঁ জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসককে ফতোয়া প্রদান ও তা কার্যকর করার বিষয়ে আইন অনুযায়ী যা করনীয় তা কেন তাঁকে করতে নির্দেশ দেয়া হবে না এবং/অথবা উক্ত ঘটনায় উচ্চ-আদালতের নিকট সঠিক ও যথাযথ প্রতীয়মান হয় এমন কোন আদেশ বা আদেশাবলী কেন

১. শরীয়ত আইন অনুযায়ী বিবাহ-বিচ্ছেদের পর বিবাহের পক্ষদ্বয় একসাথে থাকতে ইচ্ছুক হলে কিংবা বৈবাহিক বন্ধন অব্যহত রাখতে চাইলে স্ত্রীকে তৃতীয় কোন বৈধ সম্পর্কের ব্যক্তির সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে এবং আন্তর্বর্তীকালীন এই বিবাহটি যথাযথভাবে ভঙ্গ হয়ে ইদ্দতকাল অতিক্রান্তের পর প্রথম দম্পতি পুনরায় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-স্ত্রী রূপে বৈধভাবে বসবাস করতে পারবেন। শরীয়াত আইনে মধ্যবর্তী এই ২য় বিবাহকে "হিল্লা বিবাহ" বলা হয়। যাহোক, দেশের রাষ্ট্রীয় আইন তথা মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৭ ধারা মোতাবেক, এই আইনে বর্ণিত পদ্ধতিতে পর পর তিনবার তালাক কার্যকর না হলে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী-স্ত্রী পুনরায় একসাথে থাকতে চাইলে মধ্যবর্তী বা হিল্লা বিবাহের কোন প্রয়োজন নেই।

প্রদান করা হবে না মর্মে কারন দর্শানোর নোটিশ জারী করেন। যা পরবর্তীতে রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০ (স্যুয়ুমোটো রুল) হিসেবে পরিচালিত হয়।

জেলা প্রশাসক মামলায় প্রতিদন্দ্বিতা করেন এবং লিখিতভাবে উচ্চ-আদালতকে অবহিত করেন যে বগুড়া থেকে ১ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রিকা মারফত অবহিত হয়েই তিনি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশিত হয়ে পুলিশ সরেজমিন তদন্ত করে ঘটনার সত্যতা পায় এবং ফতোয়ার শিকার স্ত্রী "খ" এর দায়ের করা এফআইআর (প্রাথমিক তথ্য বিবরনী) এর ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা[২] এবং পুলিশ স্বয়ং বাদী হয়ে দন্ডবিধির ৪৯৪/৫০৮/৫০৯ ধারা ও মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৭ ধারায় মোট ৬ জনকে অভিযুক্ত করে অপর একটি মামলা[৩] রুজ্জু করে। উভয় মামলায় মোট ৪ জন কে গ্রেফতারপূর্বক আদালতে পাঠানো হয়। বার্ধক্যজনীত কারনে আদালত দু'জনকে জামিনে মুক্তির আদেশ প্রদান করেন এবং অন্যদের কারাগারে প্রেরণ করেন। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় স্ত্রী "খ" তাঁর স্বামী "ক" এর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন।

হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়

রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০ এর প্রেক্ষিতে উভয় পক্ষকে শুনানী অন্তে বিগত ১ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে এক ঐতিহাসিক রায় ও আদেশে[৪] বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ, স্ত্রী "খ" এর বিরুদ্ধে প্রদত্ত ফতোয়া সহ সকল ধরনের ফতোয়া ক্ষমতাবহির্ভূত ও বেআইনী ঘোষনা করেন। রায়ে আদালত বলেন ক্ষমতাবহির্ভূত ফতোয়া প্রদানকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গন্য করে অবিলম্বে জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রনীত হওয়া উচিত। আদালত পর্যবেক্ষনে বলেন দন্ডবিধির ৪৯৪/৫০৮/৫০৯ ধারা ও মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৭ ধারায় ফতোয়া কার্যকর করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রচলিত আইন, শান্তি-শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রনের জন্য অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও এতদসংক্রান্ত আইন প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান করেন।

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল

সরকার বা রাষ্ট্রপক্ষ হাইকোর্টের রায় মেনে নেন এবং তাঁরা কোন আপিল আবেদন করেননি।

কিন্তু রিট পিটিশন নং ৫৮৯৭/২০০০ এর প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের আদেশ ও রায়ে অসন্তুষ্ট ও সংক্ষুদ্ধ হয়ে মুফতি মোহাম্মদ তায়েব এবং মৌলানা আবুল কালাম আযাদ তৃতীয় পক্ষ হিসেবে সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগে পৃথকভাবে দু'টো লিভ টু আপিল আবেদন[৫] করেন। আপিল বিভাগ ১৩ নভেম্বর ২০০১ তারিখে লিভ আবেদন মঞ্জুর করেন।

আপিলের যুক্তি সমূহ

আপিলকারীদের পক্ষে নিয়োজিত আইনজীবীবৃন্দের বক্তব্য অনুযায়ী আপিলদু'টোর ভিত্তি হল:

- সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত হাইকোর্টের রিট এখতিয়ারে স্যুয়ুমোটো রুল প্রদানের সুযোগ নেই[৬]।

২. নওগাঁ থানার মামলা নং ১, তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০০০
৩. নওগাঁ থানার মামলা নং ২, তারিখ ৩ ডিসেম্বর ২০০০
৪. সম্পাদক, দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা এবং অন্যান্য বনাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক, নওগাঁ; ৬ এমএলআর (এইচসিডি) ২০০১
৫. সিভিল আপিল নং ৫৯৩/২০০১ এবং সিভিল আপিল নং ৫৯৪/২০০১
৬. আপিলকারীবৃন্দ যুক্তি দেখান যে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযাযী সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কর্তৃক রিট আবেদন দাখিলের মাধ্যমে-ই কেবল রিট বিচার্য হতে পারে, কিন্তু স্যুয়ুমোটো রুলের ক্ষেত্রে এরূপ কোন আবেদন ছাড়াই বিজ্ঞ আদালত রুল জারী করেন ও চূড়ান্ত রায় প্রদান করেন বিধায় হাইকোর্টের উক্ত রায় বাতিলযোগ্য ।

- হাইকোর্টের রায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৯ (চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা) এবং অনুচ্ছেদ ৪১ (ধর্মের স্বাধীনতা) এ বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। আপিলকারীদের যুক্তি অনুযায়ী ফতোয়া হল ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত মতামত। পবিত্র কোরআন ও হাদিস হল ফতোয়ার উৎস।
- আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় সংসদকে উদ্দেশ্য করে রায়ে প্রদত্ত সুপারিশ ক্ষমতা পৃথকীকরন সংক্রান্ত মৌলনীতির পরিপন্থী।

উপরুক্ত যুক্তিতে সকল ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাতিলযোগ্য বলে আপিলকারীদের আইনজীবীগন আদালতে মতপ্রকাশ করেন।

আপিল বিভাগের রায়ঃ

আপিল আবেদনদু'টি আংশিকভাবে গ্রহন করে সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষে বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন ১২ মে ২০১১ তারিখে রায় প্রদান করেন। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক, বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেন, বর্তমান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা এবং বিচারপতি ইমান আলী, বিচারপতি মাহমুদ হোসেনের সাথে একমত প্রকাশ করেন। বিচারপতি ওয়াহাব মিঞা আপিল বিভাগের সংখ্যগরীষ্ঠের সাথে ভিন্নমত পোষন করেন এবং পৃথক রায় প্রদান করেন।

আপিল বিভাগের সংখ্যাগরীষ্ট রায়

ওলামায়ে কারীম[৭], দু'টো আপীলে উভয় পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ্য আইনজীবী[৮], এ্যামিকাস কিওরি[৯], ইন্টারভেনারগণের[১০] বক্তব্য, হাইকোর্টের তর্কিত রায় ও নথীভূক্ত তথ্যাদি বিবেচনা করে বিগত ১২ মে ২০১১ তারিখে একটি সংক্ষিপ্ত রায়ে আপিল বিভাগ দু'টো আপিল-ই আংশিকভাবে গ্রহন করেন। পরবর্তীতে ২৫ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে আপিল বিভাগের পূর্নাঙ্গ রায় প্রকাশিত হয়। রায়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ হল ঃ

হাইকোর্টের স্যুয়ুমোটো রুল প্রদানের ক্ষমতা সংক্রান্ত আদেশ ঃ

- নাগরিকের মৌলিক অধিকার লংঘিত হলে, সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে, সংবিধানে বর্নিত রাষ্ট্র পরিচালনার মৌল নীতি, অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮(২), ৩১, ৩২ এর মাধ্যমে প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা এবং অনুচ্ছেদ ১৪৮ অনুযায়ী বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহন থেকে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধিন হাইকোর্টের স্যুয়ুমোটো রুল প্রদানের এখতিয়ার রয়েছে।
- পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন, পোস্টকার্ড বা অন্যকোন লিখিত বস্তু "রিট আবেদন" হিসেবে গন্য হতে পারে।
- স্যুয়ুমোটো রুল জারী করার পূর্বে হাইকোর্ট পরিষ্কার ভাষায় এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের যৌক্তিকতা লিপিবদ্ধ/নথীভূক্ত করবেন এবং হাইকোর্ট সতর্কতার সাথে এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

সকল ধরনের ফতোয়া প্রদান নিষিদ্ধকরন বিষয়ে আদেশ:

১. ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ফতোয়া প্রদান করা যেতে পারেঃ

৭. আপিল বিভাগের নির্দেশক্রমে ইসলামিক ফাউন্ডেসন আদালতে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে মতামত পেশ করার জন্য বাংলাদেশ মুফতি মোহাম্মদ তোফায়েতুল্লাহ, মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন, মৌলানা কফিলুদ্দিন সরকার, মুফতি মিজানুর রহমান সাইদ এবং ড. মুফতি আব্দুল্লাহ আল মারুফ এই পাঁচ জন ইসলামী চিন্তাবিদের নামের তালিকা প্রেরণ করেন।

৮. আপিলকারীদের পক্ষে জনাব নজরুল ইসলাম ও জনাব আব্দুর রাজ্জাক এবং প্রতিপক্ষে ড. কামাল হোসেন (সঙ্গে জনাব সারা হোসেন), এটর্নি জেনারেল জনাব মাহবুবে আলম (সঙ্গে অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল জনাব এম.কে. রহমান) বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

৯. জনাব টি.এইচ খাঁন, জনাব রফিক উল হক, জনাব ড. জহির, জনাব এবিএম নুরুল ইসলাম, জনাব মাহমুদুল ইসলাম, জনাব রুকন উদ্দীন মাহমুদ, ড. রাবিয়া ভূঁইয়া, জনাব এমআই ফারুকী এবং জনাব এএফ হাসান আরিফ এই নয়জন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে আপিল বিভাবে বক্তব্য পেশ করেন।

১০. জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জনাব এম. আমিরুল ইসলাম এবং জনাব তানিয়া আমির ইন্টারভেনার হিসেবে হাইকোর্টের রায়ের পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

- ফতোয়া অবশ্যই শিক্ষিত ব্যক্তি[১১] কর্তৃক প্রদান করতে হবে।
- যে ব্যক্তির উপর ফতোয়া প্রদান করা হয়, তিনি চাইলে স্বেচ্ছাকৃতভাবে গ্রহন করতে পারেন কিন্তু তাকে ফতোয়া মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে না।
- ফতোয়া গ্রহনে বা ফতোয়া মেনে নিতে কোন ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, চাপ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

২. কোন ব্যক্তির অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এমন কোন ফতোয়া কেউ প্রদান করতে পারবেন না।

৩. ফতোয়ার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে শারীরিক বা মানসিক কোনরূপ শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

৪. প্রাগুক্ত শর্তাদি লংঘন করে ফতোয়া প্রদান করলে সেটি আদালত অবমাননা হিসেবে গন্য হবে এবং সে মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তি দন্ডিত হবে।

ক্ষমতার পৃথকীকরন নীতি সম্পর্কিত আদেশ

১. অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত হাইকোর্টের সুপারিশ বিচারপতিবৃন্দের একটি পবিত্র ইচ্ছামাত্র। এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন আইনবিভাগের উপর নির্ভরশীল।

২. হাইকোর্টের ইচ্ছা প্রকাশ বিচারবিভাগ কর্তৃক আইনবিভাগের উপর হস্তক্ষেপ হিসেবে গন্য হতে পারে না। আইনবিভাগ তাদের বিজ্ঞতা অনুযায়ী কাজ করার ক্ষেত্রে সর্বদা স্বাধীন।

৩. ইতোপূর্বে অনেক মামলাতেই সুপ্রিমকোর্ট আইন সংশোধনের সুপারিশ করেছে[১২]।

স্ত্রী "খ" এর উপর আরোপিত ফতোয়া সম্পর্কিত আদেশ:

১. আপিল বিভাগ, হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক স্ত্রী "খ" এর উপর আরোপিত ফতোয়াটি অবৈধ ও ক্ষমতা বহির্ভূত মর্মে দেয়া আদেশ বহাল রাখেন। মৌখিক তালাকের মাধ্যমে স্বামী "ক" ও স্ত্রী "খ" এর বিবাহবিচ্ছেদ ঘটেনি মর্মে আপিল বিভাগ মত প্রকাশ করেন।

মামলার খরচ সম্পর্কিত আদেশ:

১. আপিল বিভাগ মামলার খরচ সম্পর্কিত কোন আদেশ প্রদান করেননি।

১১. সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ ফতোয়া প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কোন বিশেষ শ্রেনী বা গোষ্ঠী সৃষ্টি করেননি। আপিল বিভাগ রায়ে উল্লেখ করেন, যদিও গোটা উপমহাদেশে "মুফতি" শব্দটি খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলাদেশে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষাগত বা পেশাগত নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান (যেমন- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ) আইনগত সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন "মুফতি" পদবীর স্বীকৃতি প্রদান করেনি।

১২. উদাহরন হিসেবে আপিল বিভাগ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, সেক্রেটারি, বিএনপি এবং অন্যান্য বনাম ইতালিয়ান মার্বেল ওয়ার্কস লিমিটেড, ঢাকা ও অন্যান্য (পঞ্চম সংশোধনী মামলা) (২০১০) ৬২ ডিএলআর (এডি) ২৯৮ মামলার কথা উল্লেখ করেন।